



36387 - কেরবানীর একটি পশু কয়জনরে পক্ষ থেকে বধৈ হবৈ?

প্রশ্ন

আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানরো সহ পরিবাররে সদস্য আটজন। আমাদরে জন্য কি একটি কেরবানীর পশু যথেষ্ট হবৈ? নাকি প্রত্যকরে পক্ষ থেকে একটি পশু কেরবানী দতি হবৈ? যদি একটি পশু যথেষ্ট হয় তাহলে আমি ও আমার প্রতবিশৌ একই কেরবানীর পশুতে অংশীদার হওয়া বধৈ হবৈ কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কেরবানীর পশু হিসাবে একটি মষে ব্যক্তি নিজরে পক্ষ থেকে, তার পরিবাররে সদস্যদরে পক্ষ থেকে এবং যত মুসলমানরে পক্ষ থেকে নিয়ত করে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবৈ। দলিলি হচ্ছৈ আয়শৌ (রাঃ) এর হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মষে আনার নরিদশে দলিলে যটেরি পায়রে রঙ কালো, পটেরে রঙ কালো, চোখরে রঙ কালো। নরিদশে অনুযায়ী কেরবানীর জন্য মষেটি আনা হল। তখন তিনি আয়শৌ (রাঃ) কে বললনে: হৈ আয়শৌ! তুমি ছুরটি নিয়ে আস (অর্থাৎ আমাকে ছুরটি দাও)। তিনি ছুরটি নিয়ে এলনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুরটি এবং মষেটকিও নলিলে। এরপর মষেটকি শূইয়ে দিয়ে জবাই করলনে (অর্থাৎ জবাই করার প্রস্তুতি নলিলে)। এরপর বললনে: বসিমল্লাহ, হৈ আল্লাহ! এটি মুহাম্মদরে পক্ষ থেকে, মুহাম্মদরে পরিবাররে পক্ষ থেকে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে কবুল করুন। অতঃপর তিনি সৈ মষেটি কেরবানী করলনে। [সহিহ মুসলমি]

ব্যাকটেরে ভতেররে অংশটুকু ব্যাখ্যা; মূল হাদিসরে অংশ নয়।

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় একজন ব্যক্তি একটি ছাগল দিয়ে নিজরে পক্ষ থেকে ও নিজরে পরিবাররে পক্ষ থেকে কেরবানী দতি। নিজরো খতে এবং অন্যদরেকওে খাওয়াত।” [সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তরিমযিহি; তরিমযিহি হাদিসটকি ‘সহিহ’ বলছেন। আলবানী সহিহুত তরিমযিহি গ্রন্থে (১২১৬) হাদিসটকি ‘সহিহ’ আখ্যায়তি করছেন]

অতএব, কোন লোক যদি একটি ছাগল কথিবা একটি ভড়া দিয়ে কেরবানী দিয়ে তাহলে সটৌ তার নিজরে পক্ষ থেকে, তার



পরবিাররে মৃত বা জীবতি যত সদস্যদরে পক্ষ থেকে নয়িত করে সকলরে পক্ষ থেকে জায়যে হবে। যদি আমভাবে বা খাসভাবে কোন নয়িত না করে তাহলে 'আহলে বাইত' বা পরবিার বলতে মানুষরে ব্যবহারে যাদরেকে বুঝায় কথিা ভাষাগতভাবে যাদরেকে বুঝায় তারা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথাগতভাবে ব্যক্তি যাদরে ভরণপোষণ করে— স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন তাদরেকে পরবিার বলে। আভিানকি অর্থে পরবিার বলতে ব্যক্তির সসেব আত্মীয়দরেকে বুঝায় যারা তার নিজরে বংশধর, তার পতির বংশধর, তার দাদার বংশধর কথিা তার প্রপতিমহরে বংশধর।

একটি মষে দয়িে যাদরে যাদরে পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে একটি উটরে সপ্তমাংশ কথিা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ দয়িে তাদরে সবার পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়যে। তাই, কটে যদি এক সপ্তমাংশ উট দয়িে কথিা এক সপ্তমাংশ গরু দয়িে তার পক্ষ থেকে, তার পরবিাররে পক্ষ থেকে করেবানী দয়িে সটো জায়যে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরি পশুর ক্ষত্রে এক সপ্তমাংশ উট ও এক সপ্তমাংশ গরুকে একটি ছাগলরে স্থলাভিিক্ত করছেন। অনুরূপ বধিান করেবানীর ক্ষত্রেও প্রযোজ্য হবে। যহেতু এক্ষত্রে করেবানী ও হাদরি মধ্যে কোন পার্থক্য নহে।

দুই:

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি মষে ক্রয়ে অংশীদার হয়ে সবার পক্ষ থেকে করেবানী দয়ো জায়যে নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাতে এই মর্ম্মে কিছু উদ্ধৃত হয়নি। অনুরূপভাবে আট বা ততোধিক ব্যক্তি একটি উট কথিা একটি গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে নহে (তবে সাতজনরে একটি উটে কথিা গরুতে অংশীদার হওয়া জায়যে আছে)। কেননা ইবাদতগুলো তাওকফিয়্যা (দললিরে সীমায় বধিান সীমাবদ্ধ এমন)। এগুলোর ক্ষত্রে নির্ধারতি সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না; সটো সংখ্যাগত সীমা হোক কথিা পদ্ধতগিত সীমা হোক। তবে, সওয়াবরে ক্ষত্রে অংশীদার করা যতে পারে। যমেন সওয়াবরে ক্ষত্রে অগণতি মানুষকে অংশীদার করার কথা উল্লেখ আছে।